যুগান্তর
যুগান্তর

20 JAN 2017

মো. সিদ্দিকুর রহমান

অধিকারহীনতায় প্রাথমিক শিক্ষক

বিগত বছরগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্টরাসহ খোদ মন্ত্রণালয়ের মুখ্য কাজ যেন ছিল শিক্ষকদের সমস্যা জিইয়ে রাখা। সমস্যা সমাধানে আন্তরিক না হয়ে তারা এতে গিট্টু লাগিয়ে দেয়ার কাজ করতে করতে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। শিক্ষায় বর্তমান সরকারের অসংখ্য অর্জন। অর্জনগুলোকে ম্লান করে দিচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী প্রশাসনের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু ব্যক্তি। পাকিস্তান আমল থেকে হয়ে আসছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ছুটি ৭৫ দিন। এ ছুটি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে ৮৫ থেকে ৯০ দিন। আজও ৭৫ দিন ছুটির তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে চলেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছুটির পরিমাণ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের সমপরিমাণ থাকা প্রয়োজন। কারণ ছোট ছোট অসংখ্য মানবশিশুর কিচিরমিচির হইচইয়ের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষকদেরও অবস্থান করতে হয়। তাই তাদের মস্তিষ্কের বেশি বিশ্রাম প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ শিক্ষক নেতা এমএ ছিদ্দিক মিয়া বলেন, '৭৫ দিন ছুটি নিয়েই সংশ্লিষ্টরা ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে শিক্ষকদেরও সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাসহ ছুটি ভোগের অধিকার ক্ষুণ্ন করছে। আমরা বেশি ছুটি চাই না। অন্যান্য সরকারি কর্মচারীর মতো ৩ বছর অন্তর শ্রান্তিবিনোদন ভাতাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা চাই।'

প্রত্যেক মানুষ জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কিছু না কিছু পরিকল্পনা করে থাকেন। পেশাজীবী হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষকরাও এর ব্যতিক্রম নন। লক্ষ্যে সফল হওয়ার মূলমন্ত্র হচ্ছে পরিকল্পিত কাজ, কাজ এবং কাজ। মানবজাতি তার কাজের মাধ্যমেই গুহাজীবন ত্যাগ করে আজকের সভ্য জীবন তথা ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে। এর পেছনে কি শুধুই কাজের ভূমিকা ছিল? বিশ্রামও কিন্তু ভূমিকা রেখেছে। কাজের পাশাপাশি মানুষ তার চিত্তকে বিকশিত করতে নানা সময় নানাভাবে বিশ্রামের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কারণ পর্যাপ্ত বিশ্রাম পরবর্তী কার্যসম্পাদনকে সহজ করে এবং তা সৃজনশীলতায় নতুন মাত্রা যোগ করে। কবি যথার্থই বলেছেন—

'বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসঙ্গে গাঁথা
নয়নের অঙ্গ যেন নয়নের পাতা।'

বিশ্রাম কর্মপরিকল্পনাকে নষ্ট করে না বরং কর্মস্পৃহাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। শিশু শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণকে সহজসাধ্য ও আনন্দদায়ক করতে এবং নবোদ্যমে বিদ্যার্জনে ব্রতী হতে বিদ্যালয়গুলোতে ছুটির বিধান রাখা হয়েছে। কাজের গুণগত মান বিকাশে বিশ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও প্রাথমিকে ছুটির তালিকায় জাতীয় দিবসগুলোকে ছুটি দেখিয়ে বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ছুটি দেখানোর ফলে শিক্ষকরা দায়সারাভাবে ওই দিবসগুলো পালন করে থাকেন। যার ফলে আগামী প্রজন্ম দেশ তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে না। দেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি সঠিকভাবে জানতে না দেয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। এ প্রেক্ষাপটে একুশে ফেব্রুয়ারি, জাতির জনকের জন্ম দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বাংলা নববর্ষ, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবসকে কর্মদিবস হিসেবে দেখানো হোক। এতে সব শিক্ষার্থী বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বাঙালি জাতির ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। শিক্ষকদেরও যেনতেনভাবে জাতীয় দিবসে বাধ্যতামূলক উপস্থিত হয়ে দিবসটি পালন করার সুযোগ থাকবে না। প্রতি বছরই ছুটির তালিকা নিয়ে শিক্ষকদের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করে থাকে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ ব্যাপারে লেখালেখি এবং আলোচনার পরও জাতির ও প্রাথমিক শিক্ষার ঘৃণ্য শত্রুরা কানে সিসা দিয়ে বেশ দিবানিদ্রায় মগ্ন থাকে। তারা প্রাথমিক শিক্ষকদের অন্যান্য সরকারি কর্মচারীর মতো ৩ বছর পরপর শ্রান্তিবিনোদন ভাতা পাওয়ার অধিকার হরণ করে যাচ্ছে। অথচ ছুটির তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ্রীষ্মের ছুটি ১৫ দিন না থাকায় প্রাথমিক শিক্ষকরা ৩ বছর পরপর শ্রান্তিবিনোদন ভাতাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যেখানে সরকারি কর্মচারীরা ৩ বছর পরপর ১৫ দিনের ছুটিসহ ভাতা পান। ৭৫ দিনের ছুটির মধ্যে ১৫ দিনের গ্রীষ্মের ছুটি রাখা কি অযৌক্তিক? প্রাথমিক শিক্ষকরা তো ৭৫ দিনের বেশি ছুটি দাবি করে না। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রীষ্মের ছুটি রাখা হয়েছে চার দিন। এটা শিক্ষা তথা শিক্ষকবান্ধব সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের দূরত্ব তৈরি করে রাখার ঘৃণ্য চক্রান্ত। এ প্রেক্ষাপটে গ্রীষ্মকালীন ছুটি ১৫ দিন রাখার লক্ষ্যে ৬টি জাতীয় দিবসকে কর্মদিবস দেখিয়ে ৬ দিন যোগ করা হলে ১০ দিন হবে। তার সঙ্গে শীতকালীন অবকাশসহ যে কোনো গুরুত্বহীন ছুটি থেকে ৫ দিন ছুটি সমন্বয় করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষকদের যথাসময়ে শ্রান্তিবিনোদন ভাতাপ্রাপ্তির অধিকারও লঙ্ঘন হয় না। প্রধান শিক্ষকদের হাতে বিগত বছরগুলোতে ৩ দিন সংরক্ষিত ছুটি রাখা হয়। এ বছর রাখা হয়েছে ১ দিন। তা-ও ছুটির তালিকায় প্রধান শিক্ষকদের হাতে লিখে, নিচে থানা-উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমোদন নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সংরক্ষিত ছুটি প্রধান শিক্ষকদের হাতে রাখার উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিক আকস্মিক কোনো ঘটনায় বিশেষ কারণে যাতে প্রধান শিক্ষক ছুটি দিতে পারেন। অনুমোদন নিতে হলে প্রধান শিক্ষকের হাতে সে ছুটি কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাৎক্ষণিক টেলিফোনে বা পরে অবহিত করা যেতে পারে। সংরক্ষিত ছুটি কমানো ও কেড়ে নেয়া মর্যাদাহানিকর। আগের মতো সংরক্ষিত ছুটি না রাখার কারণ বোধগম্য নহে।

সরকারি কর্মচারীদের মতো প্রাথমিক শিক্ষকদের ১৫ দিনের শ্রান্তিবিনোদন ছুটি, ২টি অর্জিত ছুটি, পিআরএল পূর্ণবেতন, ল্যাম্পগ্রান্ট ও অন্যান্য সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য মহামান্য সুপ্রিমকোর্টে প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম রিট করেছে। রিটের প্রাথমিক শুনানিতে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট সরকারের ওপর রুল জারি করেছেন। আমরা আশাবাদী খুব শিগগিরই চূড়ান্ত শুনানি শেষে প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারি কর্মচারীর মতো সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। হিসাবান্তে দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারি কর্মচারীদের চেয়ে কম ছুটি ভোগ করে যাচ্ছে। সরকার ঢাকা শহরসহ অন্য শহরাঞ্চলের বদলির ধারা বাতিল করে শহরের শিক্ষকদের পদোন্নতি ও তাদের সন্তানদের পোষ্য কোটায় শিক্ষকতায় নিয়োগের অধিকার বিলম্বে হলেও রক্ষা করেছে। শিক্ষাবান্ধব সরকার ছুটির তালিকা সংশোধনপূর্বক সরকারের আর্থিক খরচবিহীন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অধিকার সংরক্ষণ করবেন এটাই প্রত্যাশিত। শিক্ষকরা পাবে সরকারি কর্মচারীদের মতো বিধিমোতাবেক শ্রান্তিবিনোদন ভাতা পাওয়ার অধিকার। আগামী প্রজন্ম জানতে পাবে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দেশের ইতিহাস। এ প্রয়োজনে ছুটির তালিকা সংশোধন না করা হলে ২৩ মার্চ ছুটির আগে আধাঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করার জন্য সব শিক্ষক সংগঠনকে একসঙ্গে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম। প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরামের সঙ্গে কোনো সংগঠনের বৈরিতা নেই। 'সংগঠন যার যার অধিকার সবার' মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী সংগঠনটি। যেখানে শিক্ষার্থী তথা শিক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম উপস্থিত হবে। এ আন্দোলন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অধিকার রক্ষার। যেসব সংগঠনের শিক্ষকদের অধিকারের প্রশ্নে ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ আছে, তাদের সবার এগিয়ে আসা উচিত। আশা করি শিক্ষাবান্ধব সরকারের মাঝে খুব শিগগিরই ছুটির তালিকা সংশোধনের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। সর্বশেষে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন, দেশ ও জাতির মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী চক্রান্ত থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে রক্ষা করুন। বর্তমান সরকারের প্রাথমিক শিক্ষায় বিশাল অর্জন জনগণের মাঝে প্রচারের সুযোগ দিন। প্রাথমিক শিক্ষকদের ভালোবাসা গ্রহণ করুন। সঠিক পথে এগিয়ে যাক শিক্ষাবান্ধব শেখ হাসিনার স্বপ্ন। এ প্রত্যাশায়।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com